দৈনিক বাংলা

03 DEC 1991
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

ভার্সিটি ছাত্র-ছাত্রীদের
মতামত জরিপ

পেশীশক্তির জোরে আধিপত্যের চেষ্টা সন্ত্রাসের প্রধান কারণ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ পেশীশক্তির জোরে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রধান কারণ। এ অভিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর। ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। শিক্ষকরা ছাত্র রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ধারণা। ৭৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী মনে করে, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে পুলিশ উপরের মহলের চাপে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পরিচালিত এক মতামত জরিপ থেকে। মোট এক হাজার ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপর এই জরিপ চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এই জরিপ পরিচালনা করেন। সোমবার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক সেমিনারে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদ এবং সবকটি ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা এই মতামত জরিপে অংশ নেন। মতামত প্রদানকারী এক হাজার ৩১ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৭৩৬ জন (৭১%) ছাত্র এবং ২৯৫ জন ছাত্রী (২৮%)।

ছাত্র রাজনীতি

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ৩৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতিতে সক্রিয় নন, তবে কোন না কোন দলের সমর্থক। ৪২ শতাংশ কোনভাবেই রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। ২৮ শতাংশ ছাত্র রাজনীতি করেন। সে তুলনায় রাজনীতি করেন এমন ছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। মাত্র ৭ শতাংশ। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশী রাজনীতি করেন। ৩৯ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু ৪৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী রাজনীতিতে জড়িয়েছেন কলেজ জীবন থেকে।

৬২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী দলীয় আদর্শ পছন্দ করে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। মাত্র ৫ শতাংশ হলে সীট পাওয়ার জন্য রাজনীতি করেন বলে জানিয়েছেন।

৪০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী মনে করেন, শিক্ষকরা নিজ স্বার্থে ছাত্র রাজনীতিকে ব্যবহার করছেন। ১৬ শতাংশ মনে করেন, শিক্ষকরা সন্ত্রাস দমনে তাদের কাংক্ষিত ভূমিকা পালন করছেন না। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনের উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ৪০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বলেছেন, সরকারকে কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ২৮ শতাংশ সন্ত্রাসীদের ছাত্র সংগঠন থেকে বহিষ্কারের কথা বলেছেন। ১২ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কঠোরভাবে নিয়ম কানুন প্রয়োগ করতেবলেছেন।